



## 36627 - সাধারণ তাকবীর ও বিশিষে তাকবীর (ফযলিত, সময় ও পদ্ধতি)

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাধারণ তাকবীর ও বিশিষে তাকবীর বলতে কী বুঝায়? এবং কখন শুরু হয়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: তাকবীরে ফযলিত

যলিহজ্জ মাসের প্রথম দশদনি মহান দনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবতে এ দনিগুলোকো দিয়ে শপথ করছেন। কোন কিছুকে দিয়ে শপথ করা সবে বিশিষে গুরুত্ব ও মহান উপকারিতার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “শপথ ফজররে ও দশরাতররি”। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলমে বলেন: এ দনিগুলো হচ্ছ- যলিহজ্জ মাসের দশদনি। ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: “এটাই সঠিক”। [তফসিরে ইবনে কাছরি (৮/৪১৩)]

এ দনিগুলোর নকে আমল আল্লাহর কাছে প্রিয়। দলিল হচ্ছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “অন্য যবে কোন সময়েরে নকে আমলেরে চয়ে এ দশদনিরে নকে আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তারা (সাহাবীরা) বলেন: আল্লাহর পথে জহাদও নয়?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহর পথে জহাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং কোন কিছু নিয়ে ফেরত না আসে সেটো ভিন্ন কথা।” [সহিহ বুখারী (৯৬৯) ও সুনানে তরিমযিহি (৭৫৭); হাদিসেরে এ ভাষ্যটি তরিমযিহি, আলবানী ‘সহিহু তরিমযিহি’ গ্রন্থে (৬০৫) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

এ দনিগুলোর নকে আমলেরে মধ্যে রয়েছে- তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ করে আল্লাহর যিকির করা। দলিল হচ্ছ নমিনরূপ:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদেরে কল্যাণেরে স্থানগুলোতে উপস্থতি হতে পারে। এবং নরিদষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে” [সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নরিদষ্টি দনিগুলো’ হচ্ছ- যলিহজ্জেরে দশদনি।

২। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর নরিদষ্টি কয়কেটি দনিতে আল্লাহকে স্মরণ কর...” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছ- তাশরকিরে দনি।



৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছ- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি”[সহি মুসলিমি (১১৪১)]

দুই: তাকবীর দয়োর পদ্ধতি

আলমেগণ তাকবীর দয়োর পদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি মত পশে করছেন:

১. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া লিল্লাহি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

২. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া লিল্লাহি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

৩. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. ওয়া লিল্লাহি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাকবীর দয়োর সুনর্দিষ্ট কোন ভাষা বর্ণিত হয়নি তাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে।

তনি: তাকবীর দয়োর সময়

তাকবীর দুই প্রকার:

১। সাধারণ তাকবীর: যত তাকবীর কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ তাকবীর সবসময় দয়োর সুন্নত: সকাল-সন্ধ্যায়, প্রত্যকে নামায়ের আগে ও পরে, সর্বাবস্থায়।

২। বিশেষ তাকবীর: যত তাকবীর নামায়ের পরের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণ তাকবীর যলিহজ্জ মাসের দশদিন ও তাশরকিরে দনিগুলোর যত কোন সময়ে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ তাকবীরের সময়কাল শুরু হয় যলিহজ্জ মাসের প্রথম থেকে (অর্থাৎ যলিক্বদ মাসের সর্বশেষে দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে) তাশরকিরে সর্বশেষে দিনের শেষে মুহুরত পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩ ই যলিহজ্জের সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।



আর বশিষে তাকবীর দয়্যো শুরু হয় আরাফার দিনরে ফজর থেকে তাশরকিরে সর্বশষে দিনরে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এর সাথে সাধারণ তাকবীর তও থাকবহে)। ফরয নামাযরে সালাম ফরোনরে পর তনিবার ‘আস্তাগফরিল্লাহ’ পড়বে, এরপর ‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মনিকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলবে, এরপর তাকবীর দবিবে।

তাকবীররে সময়কালরে এ বধিান যনি হাজী নন তার জন্য প্রযোজ্য। আর হাজীসাহবে কেরবানীর দিনি যহেররে সময় থেকে বশিষে তাকবীর শুরু করবনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখেুন মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/১৭) ও বনি উছাইমীনরে ‘আল-শারহুল মুমতী’ (৫/২২০-২২৪)